যায়যায়দিন

তারিখ : 12 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইবিতে চাকরির দাবিতে লাগামছাড়া ছাত্রলীগ

ইবি প্রতিনিধি

চাকরির দাবিতে আবারো লাগামছাড়া হয়ে ওঠা ইবির বর্তমান ছাত্রলীগ এবং
সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা চেপে বসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির ওপর।
চাকরি না পেলে ভিসিকে দেখে নেয়ার হুমকিও দিয়েছেন তারা। অভিযোগ
উঠেছে কোনো প্রকার ;পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই সাবেক ও বর্তমান
নেতাকর্মীদের নিয়োগ দিতে প্রশাসনকে চাপ দেয়া হচ্ছে।
ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আর্থিক সঙ্কটের সময় নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে
আবারো সেখানে একটা বড়সড় বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হলো। এভাবে নিয়োগ
দেয়ার নামে আবারো নিয়োগ বাণিজ্য করার একটা রাস্তা করে নিতে
প্রশাসনের একটি মহল তৎপর হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
আর এই নিয়োগ বাণিজ্যের মধ্যদিয়ে গতবারের চেয়ে বড় ধরনের
অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এমনই আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
প্রশাসনের একটি সূত্র জানায়, চাকরির দাবিতে আবারো লাগামছাড়া হয়ে
উঠেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ও চাকরিপ্রত্যাশী বহিরাগত
ক্যাডাররা। জিম্মি হয়ে পড়েছে তাদের কাছে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এই
বেআইনি চাপ প্রয়োগকারীরা সরকারদলীয় সংগঠনের নেতাকর্মী হওয়ায়
তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নিতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ফলে
বর্তমান প্রশাসন সম্পূর্ণ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। শূন্য পদ না থাকায় যেমন
পারছে না চাকরির সুযোগ করে দিতে অন্যদিকে সরকারদলীয় সংগঠনের
বর্তমান ও সাবেক নেতাকর্মী হওয়ায় তাদের বেপরোয়া অবস্থাও নিয়ন্ত্রণ
করতে পারছে না। এ নিয়ে এখন উভয় সঙ্কটে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
চাকরি দাবিদারদের একটাই ওজর, যেকোনো পন্থায় তাদের চাকরি দিতেই
হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিজ্ঞপ্তি দিক বা না দিক, এই রমজানের ছুটির
ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬
মধ্যেই তাদের চাকরির ব্যবস্থা

ছাত্রলীগ : ইবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করতে হবে বলে সাফসাফ জানিয়ে দেয়া হয়েছে প্রশাসনকে।
এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কোনো ভিসি তাদের নির্দিষ্ট সময় পূরণ করতে
পারেনি। শুধু তাই নয়, প্রায় সব ভিসিকেই বিদায় নিতে হয়েছে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ
হয়ে। আর এর পেছনে যা দায়ী তা অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ। এখন আবারো
সেই সঙ্কটের মুখে পড়তে যাচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারদলীয় সংগঠনের
নেতাকর্মীদের চাপে দিশাহারা হয়ে পড়েছে ছাত্রলীগ।
জানা যায়, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে গত ১০ জুলাই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব
বিভাগের ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর ক্যাম্পাস বন্ধের পর থেকেই
চাকরির দাবিতে দলীয় পছন্দের চাকরিপ্রত্যাশী নেতাকর্মীদের উপচেপড়া ভিড়
লক্ষ্য করা গেছে।
এদিকে ক্যাম্পাস বন্ধ হতে না হতেই বুধবার রাতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাস
থেকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহগামী বাসগুলো আটকে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট
অবরোধ করে রাখে তারা। ফলে রাতে বাসগুলো ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে পারেনি।
পরে ওইদিন রাতেই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ভিসি
বাসভবনে এসে ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকারের সঙ্গে দেখা করে
চাকরি দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এ সময় তারা চাকরি না দিলে ভিসিকে
দেখে নেয়ার হুমকি দেন। ওই সময় ভিসির বাসভবনের সামনে ককটেল
বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের
ছাত্র-উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান ও প্রক্টর প্রফেসর ড. মো.
জাহাঙ্গীর হোসেনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা দীর্ঘ প্রায় ৪
ঘণ্টা ধরে ভিসিকে অবরুদ্ধ রাখেন। এ সময় তারা ভিসি অফিসের আনসার সদস্য
শিমুলকে ব্যাপক মারধর করেন। এছাড়া ছাত্রলীগের কতিপয় নামধারী ক্যাডার
ভিসির বাসভবনের সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও বাসার প্রধান দরজায়
লাথি মারতে থাকে। এ সময় ঘটনাস্থলে ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাজী রুহুল
ইমামের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন। পরিশেষে ভিসি তাদের দাবি
পূরণের আশ্বাস দিলে মধ্যরাতে তারা ভিসির বাসভবন ত্যাগ করেন এবং পরিস্থিতি
শান্ত হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবারও ক্যাম্পাসে একই অবস্থা বিরাজ করছিল। ছাত্রলীগের
পছন্দের দলীয় ও চাকরি প্রার্থীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাদের
অধিকাংশরাই বহিরাগত। তবুও তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে চাকরি না দিলে দেখে
নেয়ার হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে প্রশাসনের কিছু নেতারা। এ
নিয়ে সকাল থেকেই দিনভর বর্তমান ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও চাকরি প্রত্যাশীদের
সঙ্গে দফায় দফায় তাদের মিটিং করেছে বলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এ অবস্থায়
বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ
মোতায়েন করা হয়।
অন্যদিকে ইবি প্রশাসনের অন্য একটি মহলও নিয়োগের ইন্ধন দিচ্ছে বলে
অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদের অনেকে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে চাকরি
দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে বলে জানা গেছে। তারাও ইবি প্রশাসনকে নিয়োগের
জন্য চাপ দিচ্ছে।
এ ব্যাপারে ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাজী রুহুল ইমাম বলেন, আমাদের ডাকা
হয়েছিল তাই আমরা সেখানে গিয়েছিলাম।
ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার বলেন, তারা আমার কাছে কিছু দাবি
নিয়ে এসেছিল। আমি তাদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে তারা চলে যায়। কোনো
প্রকার সমস্যা হয়নি।
উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটে নিয়োগ বাণিজ্যের
জের ধরে টানা ৬ মাস ক্যাম্পাস অচলাবস্থায় ছিল। বন্ধ ছিল ক্লাস পরীক্ষাসহ সব
ধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম।